সংবাদ

তারিখ 13 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

নতুন নিয়মে

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সারাদেশে নতুন নিয়মে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) অধীনে অনুষ্ঠিত এবারের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন পাঁচ লাখ ৩২ হাজার প্রার্থী। গতকাল সকাল ১০টা থেকে ১১টা স্কুল পর্যায়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা তিনটা থেকে চারটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে কলেজ পর্যায়ের পরীক্ষা। দুটি পরীক্ষাতেই

এমসিকিউ পরীক্ষা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

পরীক্ষা : অনুষ্ঠিত

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

পদ্ধতিতে আবশ্যিক বিষয়ের এক ঘণ্টা করে পরীক্ষা দেন প্রার্থীরা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা গতকাল সকাল পৌনে ১০টায় ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং ও ঢাকা কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য এটি হচ্ছে ১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা। এবার স্কুল পর্যায়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল তিন লাখ ৫২ হাজার ১৩ এবং কলেজ পর্যায়ে এক লাখ ৮০ হাজার ৫০৯ জন। মোট পাঁচ লাখ ৩২ হাজার ৫২২ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন বলে জানান এনটিআরসিএর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ফাতেমা বেগম। এর আগে স্কুল এবং কলেজ উভয় পর্যায়ে দুটি পরীক্ষা একসঙ্গে টানা চার ঘণ্টা ধরে (এমসিকিউ পদ্ধতিতে আবশ্যিক বিষয়ের পরীক্ষার এক ঘণ্টা এবং বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে বিষয়ভিত্তিক লিখিত পরীক্ষা তিন ঘণ্টা) বিরতিহীনভাবে গ্রহণ করা হতো। এবারই প্রথম বিসিএসের আদলে প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষা পৃথক দিনে নেয়া হচ্ছে। ১০০ নম্বরের প্রিলিমিনারিতে এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে এনটিআরসিএ। অক্টোবার অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা দ্বিতীয় ধাপে অনলাইনে পূরণকরা আবেদনপত্রের প্রিন্ট কপির সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র পাঠাবেন। আবেদনগুলো যাচাই-বাছাইয়ের পর যোগ্য প্রার্থীদের তিন ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিবন্ধন সনদ দেবে এনটিআরসিএ।

এনটিআরসিএ জানিয়েছে, নতুন নিয়মে অনুষ্ঠিত হলেও দেশের কোথাও কোন সমস্যা হয়নি প্রার্থীদের। সারাদেশেই শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে একই প্রার্থী স্কুল ও কলেজের পরীক্ষা দিলেও তাদের কেন্দ্র আলাদা আলাদা স্থানে নির্ধারণ করা নিয়ে অসন্তোষের খবর পাওয়া গেছে। একজন প্রার্থীকে সকালে শহরের এক কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়ে বিকেলে অন্যস্থানে পরীক্ষা দিতে যেতে হয়েছে। অথচ কর্তৃপক্ষ চাইলেই একই কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারতো।